প্রথম আলো

2 JAN 2017

বাংলা একাডেমির বার্ষিক সভায় সাত বিশিষ্টজনকে দেওয়া হয় সম্মানসূচক ফেলোশিপ ● প্রথম আলো

‘বইপড়া আন্দোলন ছড়িয়ে দিন’

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী গ্যালারিতে ঢুকলে কারও বুঝতে অসুবিধা হবে না যে এখানে চলছে বই উৎসব। শীতাতপনিয়ন্ত্রণ গোলাকৃতির সুপরিসর ঘরটির চারপাশে টেবিলে সাজানো বই আর বই। টেবিলে টেবিলে শোভা পাচ্ছে পাঠকের মনকাড়া গল্প-উপন্যাস, কবিতা, ভ্রমণ, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গুণীজনদের আত্মজীবনী কিংবা মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলনসহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের গ্রন্থ। ছিমছাম সাজানো এ আয়োজনটি বইপ্রেমীদের মনে ধরবেই।

নতুন বছরের প্রথম দিনে ১০ প্রকাশনীর সম্মিলিত আয়োজনে শুরু হলো নববর্ষের বই উৎসব। গতকাল রোববার ১২ দিনের এ বই উৎসবের উদ্বোধন করেন ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন সাবেক কূটনীতিক মোহাম্মদ জমির, ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আহসান সাইয়েদ, লেখক আন্দালিব রাশদী প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অ্যাডর্ন পাবলিকেশনের প্রধান নির্বাহী সৈয়দ জাকির হোসাইন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে দেশব্যাপী বইপড়া আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জেলার গণগ্রন্থাগারগুলোকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে। এর মাধ্যমে বইপড়া আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে হবে দেশব্যাপী।

উৎসবে অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা সংস্থাগুলো হলো প্রথমা প্রকাশন, ডেইলি স্টার বুকস, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল), অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, কথাপ্রকাশ, জাগৃতি প্রকাশনী, নিমফিয়া পাবলিকেশনস, পাঠক সমাবেশ কেন্দ্র, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, বেঙ্গল পাবলিকেশনস।

উৎসবে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ মূল্যছাড়ে বই সংগ্রহ করতে পারবেন পাঠকেরা। ১২ দিনের এ বই উৎসব চলবে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

বাংলা একাডেমির ৩৯তম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত

ফেলো, জীবনসদস্য, সদস্য ও আমন্ত্রিত অতিথিদের প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো বাঙালি জাতিসত্তার প্রতীকী প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমির ৩৯তম বার্ষিক সভা। গত শনিবার অনুষ্ঠিত এ সভা থেকে বিভিন্ন অঙ্গনের সাতজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করা হয় বাংলা একাডেমির এ বছরের সম্মানসূচক ফেলোশিপ। সেই সঙ্গে কবিতা, শিশুসাহিত্য এবং কথাসাহিত্যে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিন লেখককে দেওয়া হয় একাডেমি পরিচালিত তিনটি পুরস্কার। এ ছাড়া সভা থেকে ২০১৫-১৬ সালের একাডেমির বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ২০১৬-১৭ সালের বাজেট উপস্থাপন করা হয়।

এবার আইন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠানে অবদানের জন্য ফেলোশিপ পেয়েছেন বিশিষ্ট আইনজীবী রফিক-উল হক। সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তোয়াব খানকে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। শিক্ষা ও গবেষণায় অবদানের জন্য ফেলোশিপ পেয়েছেন ইমেরিটাস অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন। মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য সম্মাননা পেয়েছেন বেগম মুশতরী শফী। শিক্ষায় অবদানের জন্য ফেলোশিপ পেয়েছেন ইমেরিটাস অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী। সংগীতে অবদানের জন্য কণ্ঠশিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায় এবং কৃষি উন্নয়নে অবদানের জন্য শাইখ সিরাজকে দেওয়া হয় ফেলোশিপ।

সভায় বাংলা কবিতায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কবি আবুবকর সিদ্দিককে প্রদান করা হয় বাংলা একাডেমি পরিচালিত মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার ২০১৬। শিশুসাহিত্যে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শিশুসাহিত্যিক আখতার হুসেনকে প্রদান করা হয়েছে কবীর চৌধুরী শিশুসাহিত্য পুরস্কার ২০১৫। কথাসাহিত্যে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কথাসাহিত্যিক হোসেনউদ্দীন হোসেনকে প্রদান করা হয় সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার-২০১৬। মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার এবং কবীর চৌধুরী শিশুসাহিত্য পুরস্কারের অর্থমূল্য হিসেবে ১ লাখ টাকা এবং সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হয় লেখকদের।

পুরস্কার ও ফেলোশিপপ্রাপ্তদের হাতে পুরস্কারের অর্থমূল্য, সম্মাননাপত্র, সম্মাননা স্মারক ও ফুলেল শুভেচ্ছা তুলে দেন বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এবং মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান।